পারাসালসাস

(কিশোর একাঙ্ক নাটক)

▣ রত্নময় দে

চরিত্র :-

পারাসালসাস	-	পিতা
বসন্ত (প্রতীকী)	-	মা
কলেরা (প্রতীকী)	-	পেয়াদা
পথিক	-	উকিল
যোশেফ	-	বিচারক
		ডাক্তার
		১ম ব্যক্তি
		২য় ব্যক্তি

মঞ্চে আবছা আলো। নেপথ্যে ঘোষণা।

ঘোষণা :- অতীত কাল থেকে মানুষ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। তখন থেকেই প্রতি মুহূর্তে চিরাচরিত ধর্মীয় সংস্কার ও অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই সংগ্রাম করে আসছে। সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পীড়ন, লাঞ্ছনা, ঈর্ষার শিকার হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। স্রষ্টারা জরা-ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন ফিলিম্পাস অরিওলাস পারাসালসাস। পরবর্তীকালে 'পারাসালসাস' নামে খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু নয় বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও গবেষকের জন্ম হোক বার বার বার বার।

(মঞ্চে স্বাভাবিক আলো। ২ জন করে ৪ জন বালক মঞ্চে দু'দিক থেকে কলেরা ও বসন্তের জীবানু প্রতীক সেজে প্রবেশ করে।)

কলেরা : (কোরাস) গ্রাম গঞ্জ শহর বন্দর
ওলাওঠা নিয়ে চলি
এক এক করে মৃত্যু হয়
ঘর হয় খালি,
বন্ধু ঘর হয় খালি, ঘর হয় খালি।
(তীব্র হাসি)

বসন্ত : (কোরাস) ছোঁয়াচে রোগ আমি

জ্বর সহ আসি
পুঁজে ভর্তি লাল ফোসকা
ছড়াই তাড়াতাড়ি ! আহা
ছড়াই তাড়াতাড়ি।

(কোরাস উভয়) : আহা ছড়াই তাড়াতাড়ি
আহা ছড়াই তাড়াতাড়ি

(তীব্র হাসি ও প্রস্থান)

(একজন পথিক ও যাজক মন্টেস্কু সাইকেল চালিয়ে মঞ্চে প্রবেশ।)

পথিক : বলুনতো, কোনদিকে যাই, কাকে খুঁজে পাই। কত বৈদ্য কবিরেজ, কবচ-তাবিজ, উফ্ ছেলেটাকে সারানো যাচ্ছেনা। একটি কমে তো আরেকটি উপসর্গ। ও দাদা ! কোথা থেকে আসছেন ?

যোসেফ : চার্চ থেকে ফিরছি। বলুন তো, আপনাকে ভীষণ চিন্তাগ্রস্থ দেখাচ্ছে।

পথিক : দেখাবে না ? ছেলেটিকে কোনভাবেই সুস্থ করা যাচ্ছে না। অনবরত বমি, দাস্ত সঙ্গে ভীষণ জ্বর। জ্বরের মধ্যে কিসের অলৌকিক কথা বলছে - ভীষণ চিন্তা, ভীষণ-

যোসেফ : কি সব আজেবাজে চিন্তা করছেন ? গড ভাল করে দেবেন। একবার চার্চে নিয়ে আসুন, চরণামৃত খাইয়ে দেবো। দেখবেন সব শেষ, চমৎকার কি চমৎকার !

পথিক : এমন কি হয় কর্তা ?

যোসেফ : আলবৎ। গডের আশীর্ব্বাদের ওপর আর কোন ঔষধ আছে কি ? নেই, উনিই সর্বরোগের বিশল্যকরণী।

পথিক : আপনি আমাকে বাঁচালেন-বাঁচালেন কর্তা, আপনার নাম জানতে পারি ?

যোসেফ : যোসেফ মন্টেস্কু।

পথিক : যো-সে-ফ-ম-ন্টে-স্কু, নাম খুব শোনা শোনা লাগছে।

যোসেফ : সব গডের ইচ্ছে, সব গডের .....। (নীরবতা)

নেপথ্যে : পালাও-পালাও-গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কলেরা।

অন্যকণ্ঠে : বসন্ত-বসন্ত-গ্রামে গঞ্জে বসন্ত, পালাও, পালাও-

যোসেফ : এসব রোগে এতো ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। শুনুন, একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। দেশে পাপ ভর করেছে। গড, ঈশ্বর, আল্লাহের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নেই।

(এসব কথা চলাকালীন ১টি লাশ কাঁধে করে মঞ্চে তিনবার পরিক্রমা করে প্রস্থান করবে।)

পথিক : আপনি ঠিক বলছেন। গলায় যখন শ্বাসবায়ু উপস্থিত তখন বাঁচাও-বাঁচাও-

ঈশ্বর বাঁচাও।

যোসেফ : মানুষের অলৌকিক বিশ্বাসে দাঁড়ি টানছে বিজ্ঞান, শিক্ষা। মানুষকে এসবের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। চলুন আপনার বাড়ি চলুন।

(উভয়ে ধীর গতিতে মঞ্চ ত্যাগ করে ও মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।)

দৃশ্যান্তর

(মঞ্চে স্বাভাবিক আলো, কাপড়ে ঢাকা অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মা কান্নাকাটি করছে, এমতাবস্থায় পিতার প্রবেশ।)

পিতা : শুনি - তোমার কান্নাকাটি থামাবে ? না, করেই যাবে। দু'দজন বৈদ্য, কবিরাজ দেখিয়েছি, ঝাড়, ফুঁ, কবচ-তাবিজ দেয়া হয়েছে। একটু ধৈর্য্য ধর রোগ সেরে যাবে।

মা : তোমার শুধু ধৈর্য্য, ধৈর্য্য আর সেরে যাবে। দুটো ছেলে খুইয়েছি আর বাকী থাকল কি ? যাও তাড়াতাড়ি যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসো। যাও যাও।

পিতা : ডাক্তার ! তোমার মাথা খারাপ ? গ্রামের লোক আমাকে এক ঘরে করে দেবে। শেষ পর্যন্ত নির্বাসন। না-না-না-না আমার দ্বারা এ হবে না।

মা : হবে না মানে ? তাহলে আমি এখানে মাথা ঠুকে মরবো-মরবো-মরবো-

পিতা : যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, তোমাকে মরতে হবে না।

(প্রস্থান ও পারাসালসাসকে নিয়ে প্রবেশ।)

পিতা : আসুন, ডাক্তারবাবু আসুন। আমার ছেলেকে একটু ভাল করে দেখুন।

পারা : (ছেলেকে ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ঔষধ খাইয়ে প্রেসক্রীপসন হাতে তুলে দেন।) রোগীর খুব খারাপ সময় চলছিল, সেরে যাবে, ভয়ের কারণ নেই।

পিতা : (ডাক্তারের ফি বাবদ সামান্য টাকা হাতে তুলে দেন) ধরুন, ডাক্তারবাবু ধরুন।

পারা : এতে হবে না আর কিছু দিতে হবে।

পিতা : আমার কাছে আর নেই ডাক্তারবাবু।

পারা : নেই বললে কি হবে ? আর কিছু গারলেন (টাকা) দিতে হবে।

মা : রক্ষা করুন ডাক্তারবাবু রক্ষা করুন।

পারা : ঠিক আছে, (একটি ঔষধ হাতে দেন) বাকী ঔষধ কিনে খাওয়ান।

(পারাসালসাসের প্রস্থান। মা প্রতীকী ঔষধ খাওয়ান। অসুস্থ ছেলেটি উঠে বসে এদিক ওদিক তাকায়।)

মা : দেখলেন - দেখলেন ছেলেটি ভাল হয়ে গেছে। একদম ভাল হয়ে গেছে। জয় ডাক্তারের জয় - জয় ডাক্তারের জয়।

পিতা : জয় নয় ! ভয়, ডাক্তারের ভয় (২) তুমি কি মনে করো ডাক্তারের চিকিৎসায় তোমার ছেলে ভাল হয়েছে। ভুল আলবৎ ভুল। যোসেফ মন্টেস্কু না থাকলে ভালই হত না। ডাক্তার যা করেছে সব লোক দেখানো। বলে আরো টাকা চাই। বেশী টাকা। দেখাচ্ছি মজা, আমি আইনের দ্বারস্থ হবো, ডাক্তারকে উচিৎ শিক্ষা দেবো। উচিৎ শিক্ষা। হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে মঞ্চে আলো কমে আসে।)

দৃশ্যান্তর

(আদালত। মঞ্চে স্বাভাবিক আলো, তিনজন ছেলে মিলে একটি কাঠগড়া তৈরী করছে। মঞ্চে থাকবে পেয়াদা, বিচারক, উকিল।)

পেয়াদা : পারাসালসাস হাজির হো - আসামী পারাসালসাস হাজির হো - (প্রস্থান) পারাসালসাস কাঠগড়ায় উপস্থিত হন।

বিচারক : আদালতের কাজ শুরু হোক।

উকিল : (পারাসালসাসকে নির্দেশ করে) উনি হচ্ছেন একজন বৈজ্ঞানিক, ভণ্ড চিকিৎসক (চেহারায় ভর্ৎসনার ভাব) ছয় গারলেন- এ তিনি সন্তুষ্ট নন, আরো চাই আরো -

বিচারক : পরিষ্কার করে বলুন।

উকিল : (পারাকে নির্দেশ করে) আপনার নাম বলুন।

পারা : ফিলিম্পাস অরিওলাস পারাসালসাস।

উকিল : ঠিক বলছেন ? আমি যতদূর জানি আপনার নাম হোয়েনহেইম। মহামান্য - উনি পিতার দেয়া নাম অস্বীকার করে দু'নম্বরী নাম রেখেছেন। যার অর্থ 'পারা' মানে 'মহান' রোমের একজন বিখ্যাত ডাক্তার যিনি যুক্তিহীন কিছুই মানতে চান না। (অট্টহাসি...)

বিচারক : অর্ডার-অর্ডার-অর্ডার। বলুন অপরাধ কি ?

উকিল : মহামান্য, তিনি একটি ছেলেকে চিকিৎসা করে ছয় গারলেন পেয়েও সন্তুষ্ট হননি। আরো চাই আরো। তাছাড়া রোগীর পিতার অভিযোগ, উনার চিকিৎসায় ছেলেটি মোটেই ভাল হয়নি, হয়েছে যোসেফের চিকিৎসায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এসব কি মহামান্য ?

বিচারক : আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হল। (পারাকে নির্দেশ) পারাসালসাস কিছু বলতে পারেন।

পারা : মহামান্য, বিচারের নামে এসব কি হচ্ছে ? ভণ্ড বৈদ্য, আফিংখোর চিকিৎসক, ওঝা যারা দিনের পর দিন মানুষ ঠকিয়েছে তাদের আমি উচিৎ শিক্ষা দিয়েছি। আমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমি জানি

একমাত্র পরজীবীর আক্রমণেই এসব রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়। আর-বলেছেন অর্থের কথা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে আমি কমই চেয়েছি। বিচারের নামে এইসব তামাসা বন্ধ করুন।

উকিল : আপনি বিচার ব্যবস্থাকে অবমাননা করছেন।

পারা : না, একদম না। যে বিচারব্যবস্থা ঔষধ ব্যবসায়ীদের অঙ্গুলী হেলনে চলে, এসব তাদেরই তাঁবেদারি ছাড়া কিছু নয়।

উকিল : থামুন। মহামান্য ওকে উচিৎ শিক্ষা দিন, উচিৎ শিক্ষা।

বিচারক : আগামী ৯ তারিখ বিচারের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হবে। আজকের মতো সমাপ্ত।

(মঞ্চে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে)

নেপথ্যে ঘোষণা

ভণ্ড চিকিৎসকদের বার বার আঘাত করায় পারাসালসাস আর বাসেলে থাকতে পারেননি। ডাক্তাররা সহ্য করতে না পেরে দলে দলে মিটিংয়ের পর মিটিং করতে শুরু করলেন। উনি রাজদ্রোহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

(আবছা আলোয় পারাসালসাস মঞ্চে বই হাতে নিয়ে পায়চারি করছেন।)

নেপথ্যে বলা হবে

পারাসালসাস আপনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হয়েছে। আপনি পালান-পালান।

(পারাসালসাস ইতঃস্তত বইপত্র নামিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন।)

ঘোষণা শুরু

১৬শ শতাব্দীর কোন একদিনে তিনি গোপনে গা ঢাকা দিয়ে দেশান্তরী হলেন। না খেয়ে খেয়ে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। লজ্জা ঢাকতে একচিলতে কাপড় উনার জোটেনি। এমন চরম পরিণতির পরও তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন স্নায়ুঘটিত অসুস্থতার মূল কারণ ভৌত বিভ্রাট যা পরবর্তীকালে শল্য চিকিৎসায় নব যুগান্তর এনেছিল।

(মঞ্চে আলো স্বাভাবিক হয়। চারজন বালক যথাক্রমে ঔষধ ব্যবসায়ী, ডাক্তার, যাজক, রাজকর্মচারী হয়ে মঞ্চে উপস্থিত। বৃদ্ধ পারাসালসাস লাঠি ও ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে।)

পারা : এখানে কে আছেন ? আমাকে সামান্য ভিক্ষে দিন, ভিক্ষে। কতোদিন ধরে খেতে পারছি না। ভিক্ষে দিন- সামান্য ভিক্ষে ..... (বলতে বলতে ব্যবসায়ীর সামনে) মহাশয়, আপনার ঔষধ ব্যবসা নিয়ে আর কিছু বলবো না। আপনি যা ইচ্ছে ব্যবসা করুন, আমাকে সামান্য ভিক্ষে দিন.....ভিক্ষে।

ব্যবসায়ী : কিসের ভিক্ষে। আমার কাছে কোন ভিক্ষে টিক্ষে নেই। যা শালা, না খেয়ে

মরগে- মরগে। (অট্টহাসি)

পারা : (যাজকের সামনে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে উপস্থিত) মান্যবর আপনি বুঝি ধর্মীয় যাজক ? আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ডাইনীবিদ্যা শিক্ষা দিন। অভূক্ত থাকতে থাকতে আমি আর সহ্য করতে পারছিনা - আর পারছিনা (কণ্ঠে কান্নার আবেশ) আর পারছিনা।

যাজক : ধর্মের মস্তক মুন্ডন করে এখানে কি করতে এসেছিস ? যা আস্তাকুঁড়ে মরগে-মরগে। (লাথি। পারাসালসাস মঞ্চে পড়ে যান।)

পারা : (দাঁড়িয়ে, রাজকর্মচারীর কাছে) আমি দিনের পর দিন ভুল করেছি মান্যবর। আমাকে ক্ষমা করুন, আমার, আমার দেশ মহান দেশের বিচার ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত, দয়া করে আমাকে একটু থাকতে দিন, একখণ্ড বস্ত্র দিন, আমি দীন দরিদ্র, খাদ্য নেই, কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই।

কর্মচারী : হাঃ-হাঃহাঃ- এতদিন পর ভিক্ষার শিক্ষা হল। পারাসালসাস এদেশে তোমার কোন স্থান নেই, নরকে যাও, নরকে। (ধাক্কা দেন)

পারা : (ডাক্তারের কাছে) মহাশয়, আমি না খেয়ে মরছি, আপনি তো ডাক্তার ? সামান্য ভিক্ষা দিন। আপনারা যেভাবে চিকিৎসা করছেন এর তুলনা নেই, এর তুলনা নেই। আপনাদের মত ডাক্তারি আমাকে শেখান।

ডাক্তার : ডাক্তারি ! (হাসি) যা রাস্তায় পড়ে মরগে, আমাদের ওপর খবরদারি, হুঁ খবরদারি, কোন সাহায্য নেই। যা জাহান্নামে মরগে। (লাথি)

কোরাস : শালাকে মারো-মারো (পারাসালসাস মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকেন, এমন অবস্থায় দুজন লোকের প্রবেশ।)

১ম ব্যক্তি : থামুন, থামুন, থামুন। (সবাই থামে ও দৃশ্যটি ফ্রীজ হয়)

২য় ব্যক্তি : উনি সেই মহান বৈজ্ঞানি, চিকিৎসক, মহান গবেষক পারাসালসাস। ১৪শ শতকের যে আবিষ্কার বিংশ ও একবিংশ শতকের চিকিৎসক, গবেষকদের কাছে নতুন দিক্ নির্দেশ করেছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উনার সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত।

১ম ব্যক্তি : বিশ্বখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউন পারাসালসাস সম্পর্কে বলেছিলেন - "But after, they will know me..... I shall emarge one day."
(কিন্তু আমাকে তারা জানবার পরই, যে আমি একদিন জেগে উঠব। তিনি জেগেই উঠলেন।)